দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 17 JUL 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

মাধ্যমিকের ক্লাস রুটিন পুনর্বিন্যাস করা হবে

ক্লাসের সংখ্যা কমবে স্কুলের সময় বাড়বে না

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্লাস রুটিন পুনর্বিন্যাসের কথা ভাবছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বর্তমানে টিফিন পিরিয়ডের পূর্বে প্রতিটি বিষয় ৪০ মিনিট এবং টিফিন পিরিয়ডের পর ৩৫ মিনিট বা কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩০ মিনিট করে ক্লাস চালু রয়েছে। এ সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীরা কোন বিষয়ে আত্মস্থ হতে ততটা সমর্থ হয় না, সম্ভব নয় অংশগ্রহণ ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম চালানো। এ কারণে ক্লাস সময় বাড়ানো হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের টিচার কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট (টিকিউআই) প্রকল্পের অধীনস্থ মাধ্যমিক স্তরে ক্লাস রুটিন পুনর্বিন্যাস প্রকল্পের প্রতিবেদনে সময় বাড়িয়ে ১ ঘন্টা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। উল্লেখ্য, রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানের ১৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাইলট প্রকল্প চালানো হয়। মাধ্যমিক স্তরের ক্লাস রুটিন পুনর্গঠন প্রকল্পের প্রধান সমন্বয়ক ও ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক তাসলিমা বেগম বলেন, ক্লাসের সময় ১ ঘন্টা করার ফলে শিক্ষার্থীর শিখন ক্ষমতা বেড়ে যাবে। শিক্ষক-ছাত্রের অংশগ্রহণ ভিত্তিক শিক্ষা চালু করতে সময় বাড়ানো প্রয়োজন। তিনি বলেন, টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে শিক্ষকদের ৯০ মিনিটের ক্লাস নেয়া হয় এবং এই সময়ের মধ্যে কিভাবে অংশগ্রহণ ভিত্তিক ক্লাস নিতে হয় তাও শেখানো হয়। কিন্তু শ্রেণী কক্ষে গিয়ে শিক্ষককে ৪০ মিনিটে ক্লাস শেষ করতে হয়। যার ফলে এর সুফল পাওয়া যায় না। তিনি বলেন, এক শিফট চালু রয়েছে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৬০ মিনিট এবং ডাবল শিফটের স্কুলে প্রতি ক্লাস ৫০ মিনিট করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে প্রস্তাব করা হয়েছে।

শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা পিরিয়ড ১ ঘন্টা করাকে ইতিবাচক বলেছেন। ক্লাস রুটিন এক ঘন্টা করা হলেও স্কুলে সময়ের কোন পরিবর্তন হবে না। শুধু ক্লাসের সংখ্যা কমে যাবে। কোন বিষয়ে সপ্তাহে ৪০ মিনিট করে ৬টা ক্লাস হলে পুনর্বিন্যাসের পর সেখানে সপ্তাহে ৪টি ক্লাস হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর টিচার্স ট্রেনিং কলেজে মাধ্যমিক স্তরে ক্লাস রুটিন পুনর্গঠন প্রকল্পের প্রতিবেদন উপস্থাপন হয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষা সচিব সৈয়দ আতাউর রহমান, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নোমান উর রশীদ, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য অধ্যাপক ছিদ্দিকুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভায় শিক্ষা সচিব বলেন, অভিভাবক, স্কুল পরিচালনা কমিটি, শিক্ষাবিদদের সাথে আলোচনা করে ক্লাস রুটিন পুনর্বিন্যাস করতে হবে।